জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৮ই আশ্বিন বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 24th Sep. 1952 | ১৯শ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

আনন্দময়ীর আগমনে

ভিখারীর দান

—০—

মা জগদম্বে!

আজ বিভক্ত ভারতে তোমার আগমনে আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখের পাথারে সারা বাঙলা ভাসছে মা! তোমার সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমি আজ অসুরের অত্যাচারে বিধ্বস্ত। বাঙলার যে অংশ পাকিস্থান নামে অভিহিত হয়ে বাঙালী হিন্দুর বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে, তোমার পা কি স্থান পাবে সেখানে মা? আজ প্রাণের দায়ে চৌদ্দ পুরুষের বাস্তু ভিটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়ে কত লাঞ্ছনা যন্ত্রণা সহ্য ক'রে পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে সে অংশের বাঙালী! যাহারা এখনও স্থান পায় নাই, তাহারা নানা স্থানে হা-ঘরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কেহ কেহ পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রাসাদ হইতে শৃগাল কুকুরের মত বিতাড়িত হ'য়ে পশ্চিম বাঙলায় কৃপালব্ধ স্বল্প জমিতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দরিদ্রের জীবন যাপন করিতেছে। একবার যদি শিয়ালদহ বা বনগাঁয়ের দিকে যাবার সুযোগ করতে পার মা! দেখবে তাহারা কিরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে। তাহাদের সামনে তোমার আগমনের উৎসব করিতে লজ্জা পাইতে হয়।

আজ সমস্ত বাংলা নিরানন্দে ভরা। তোমার আগমনের পূর্ব্বে পিতৃপক্ষ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ভিখারীরা তোমার আগমনী গাহিয়া এক মুষ্টি চাউলের পরিবর্ত্তে যে আনন্দ পরিবেশন করিত, তাহারা আর আসে না। কেন আসে না, জান মা? শুধু তোমার আগমনে নয়, বার মাসই তারা গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে সুমধুর সঙ্গীত শুনাইয়া ফিরিত, এক মুষ্টি চাউলে তুষ্টি লাভ করিয়া। তাহাদের গান শুনিয়া পুত্রশোকাতুর সান্ত্বনা লাভ করিত, সদ্য-বিধবা ক্ষণেকের তরে তাহার বৈধব্য বিস্মৃত হইত। তাহারা এই মৃত-সঞ্জীবনী সঙ্গীত গাহিতে আর গৃহস্থের দ্বারে আসে না। কারণ গৃহস্থের আর মুষ্টি-ভিক্ষা দিবার শক্তি নাই। ভিক্ষুক যদি বা দশ দ্বারের পরিবর্ত্তে সহস্র দ্বার ফিরিয়া ঝোলা ঘাড়ে সামান্য চাউল সংগ্রহ করে, কর্ডনের পাহারারা তাহাও কাড়িয়া লয়। তোমারও তো ভিখারীর সংসার মা, জানি না দেবরাজের আদেশে কৈলাসে কর্ডন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কিনা! আজ আমরা আমাদের পাঠকবর্গের নিকট, তোমার উদ্দেশে গাহিবার অছিলায়, সেই সব ভিখারীর গান উপস্থিত করিব।

শোকে সান্ত্বনা

গীত

মন তুমি কি চিরজীবী
(ভাবছো) চিরদিন কি এমনি যাবে?
(একদিন) হৃদয়পিঞ্জর ক'রে ভঙ্গ
প্রাণ-বিহঙ্গ পলাইবে।

দশাননের দশা একবার
ভেবে দেখনা ত্রেতা-কালে,
দেবেন্দ্র যার গাঁথিত হার
যম বাঁধা যার অশ্বশালে,

ব্রহ্মা যারে ছিলেন সদয়,
অভয়া মা দিতেন অভয়,
কালে সবই হইল লয়,
কোথা গেল সবান্ধবে!

দুর্য্যোধন দুঃশাসনাদি
ছিল শত সহোদর,
কোথা আজ সে অভিমন্যু
গোবিন্দ মাতুল যার,

কোথা বা সে রাজা কংস
কোথা বা সে যদুবংশ
কালে সবই হবে ধ্বংস
কোন অংশ নাহি রবে।

পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা,
পুত্র, মিত্র, পরিবার,
সুখের সময় সবাই তোমার
সে দুর্দ্দিনে কেবা কার?
পড়বে যেদিন ঘোর বিপাকে,
ঘুরবে যেদিন পাকে পাকে,
(সেদিন) তুমি বা কার, তোমার বা কে
একবার মন দেখনা ভেবে!

এই গানের মূল্য এক মুষ্টি চাউল। কাচ মূল্যে কাঞ্চন নয় কি?

পিতৃপক্ষে তর্পণ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভিখারীর দল মায়ের আগমনী সম্বন্ধে গান গাইতে আরম্ভ করিত। উমা মায়ের জননী গিরিরাজরাণী মেনকা স্বামী হিমালয়কে মেয়ে আনিতে যাইবার অনুরোধ করিয়া, মেয়ের স্বামীগৃহে কষ্ট বর্ণনা করিতেছেন—

গীত

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী,
উমা বড় দুখে রয়েছে।
দেখেছি স্বপন, নারদ বচন—
উমা মা মা ব'লে কেঁদেছে॥
ভাঙ্গড় ভিখারী জামাই তোমার,
সোনার কমল গৌরী আমার,
উমার যত বসন ভূষণ,
(বেটা) তাও বেচে ভাঙ খেয়েছে॥
ভাঙ্গড়ে ভাঙ্গড়ে পীরিতি বড়
মুলুকের ভাঙ্গড় করেছে জড়ো
ভাঙ ধুতুরা, সিদ্ধির গুঁড়া
উমার বদনে দিয়েছে॥

যত দিন এগিয়ে চলে, ভিখারীদের গান তত এগিয়ে যায়। রাণীর বচনে গিরিরাজ কৈলাসে গিয়া তিরিক্ষি মেজাজ জামাতার কাছে উমাকে তিন দিনের জন্য নিয়ে যাবারও প্রস্তাব করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া মেয়েকেই জামাতার অনুমতি লইবার কথা বলিলেন। গৌরী স্বামী মহাদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। মাতা মেনকার একমাত্র পুত্র মৈনাকের সমুদ্রগর্ভে প্রবেশের উল্লেখ করিয়া পতির হৃদয় দয়ার্দ্র করিতেছেন।

গীত

বদন তোল মদন রিপু,
যাইব জনক বসতি।
নগেন্দ্র এসেছেন নিতে,
যোগেন্দ্র দাও অনুমতি।
এসেছেন পিতা অচল,
বলেন আমায়—চল, চল,
দুটি আঁখি ছল ছল,
যাচেন তোমার সুসম্মতি॥
সিন্ধুতে ডুবেছে ভাই,
মায়ের আমার কেউ নাই,
তায় তোমার করুণা চাই,
প্রসন্ন হও পশুপতি।
বৎসর কাল হইল গত,
মা আমার কাঁদিছে কত,
বিদায় দাও তিন দিনের মত,
ফিরবো আমি শীঘ্র গতি॥

মা জগদম্বা তাঁর অম্বার দুখের কথা বলিয়া মহাদেবের সম্মতি পাইবামাত্র তাঁহার পিত্রালয় যাইবার জন্য বেশভূষার কথা মনে পড়িয়া শিবের কাছে বলিলেন—দেখ, যারা সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে, তারা কত বেশ ভূষা ক'রে সেজেগুজে এসে যখন দাঁড়ায়, আমার দীন মলিন বেশ দেখে কি মনে করে? এবারে সোনার গয়না ক'খানা পরে যাব মনে করেছি।

জগদম্বার আবদার শুনিয়া কভু দিগম্বর কভু বাঘাম্বর জগৎ পিতার চক্ষু চড়ক গাছ। নিজের অবস্থা উমার নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন। ভিখারী সে গানও গাহিত—

গীত

এতদিন পরে আজ কেন আমারে
লজ্জা দাও ভূষণ জন্য।
আমি ভিখারী সন্ন্যাসী, আজন্ম উদাসী,
শ্মশানবাসী আমার দশা দৈন্য॥
তৈল বিনে আমার মস্তকেতে জটা,
বস্ত্র বিনে কটি বাঘাম্বর আঁটা,
অন্ন বিনে আমি খাই সিদ্ধিবাঁটা,
(তাই) সংসারে করে না মান্য॥
স্বর্ণময়ী হ'য়ে আমারে চাও সোনা,
ভিখারীর ঘরে কোথা পাবে সোনা,
দিবানিশি করি হরি উপাসনা
(আমি) সোনাতে বাসনাশূন্য॥

মা জগদম্বা আর আবদার না করিয়া, পিতা হিমাচলের সহিত যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। শিব একটু চঞ্চল হইয়া বলিলেন, পার্ব্বতি! একটু থাম, আমি ভৃঙ্গীকে কুবেরের নিকট পাঠাইতেছি। সে এসে তোমাকে সাজিয়ে দিবে। শুনিয়া নন্দী চটিয়া লাল, বলে—বাবার বুদ্ধি নাই, কুবের কি সাজাবে? আমিই মাকে সাজিয়ে দিচ্ছি। এই বলিয়া কতকগুলি বিল্বপত্র ও জবাফুল তুলিয়া আনিল, মাকে সাজাইতে লাগিল। ভিখারী সে সম্বন্ধেও নন্দীর উক্তি গান গাহিত।

গীত

দাঁড়া মা, দাঁড়া মা, উমা,
ওমা মহেশ-মোহিনি!
যাবি যদি বাপের বাড়ী,
সাজিয়ে দিই তোর পা-দুখানি।
বিল্বপত্রে জবা দিয়ে,
রেখেছি অর্ঘ্য সাজায়ে,
তাই দিয়ে সাজায়ে মায়ে,
ধন্য হবো মা ভবানি॥
ভয় করি—পিতার ভবনে,
আবার শিব-নিন্দা শুনে,
পাষাণের মেয়ে পাষাণ-প্রাণে
যদি ছেড়ে যাস্ জননি।

নন্দী মায়ের অঙ্গের যেখানে যেমন লাগে—দূর্ব্বাদল, বিল্বদল এবং জবা পুষ্প দ্বারা সাজাইয়া যেই বাবার কাছে গিয়েছে, ভৃঙ্গীর সহিত যক্ষরাজ কুবের মায়ের অঙ্গ নানাভরণে সাজাইবার জন্য মণিকাঞ্চন ও রত্নাদিসহ উপস্থিত হইল। মায়ের সাজ দেখিয়া কুবের অবাক হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল। ভিখারীরা কুবেরের উক্তি গানও গাইত।

গীত

আমি কি সাজাবো তোরে!
তুমি আপন সাজে সেজে আছ মা
ভুবন আলো ক'রে!
পাদপদ্মে জবাফুল,
শোভা করেছে অতুল,
বলতে কি মা এর সমতুল,
রত্ন নাই মা আমার ঘরে।
তোমার অভয় চরণ বন্দি,
যে সজ্জা পরালে নন্দী,
সাধ্য কি তার প্রতিদ্বন্দ্বী,
হবে কেউ এই চরাচরে!

কুবেরের কোন রত্নই নন্দীর বেলপাতা আর জবাফুলের শোভাকে পরাস্ত করিতে পারিল না। কুবেরের কাঞ্চন আছে। মায়ের বর্ণই তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণের মত। তপ্ত কাঞ্চন তো কারো ভাণ্ডারে নাই। সুতরাং অতপ্ত কাঞ্চন সেখানে নিষ্প্রভ। মায়ের চরণে কোটি চন্দ্রের আভা। সে চরণের শোভা বর্দ্ধন করা যে কোনও রত্নের পক্ষে অসম্ভব। কুবের বিদায় লইল। মা জগৎমাতা পিতা গিরি-রাজের সহিত মাতা মেনকার নিকট উপস্থিত হইলেন। মা আনন্দে অধীরা হইয়া, যে গিরিরাজ উমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন, তাঁহাকেই মায়ের শোভা দেখাইতে লাগিলেন। ভিখারী মেনকার উক্তি গানও গাহিত।

গীত

দেখ না নয়নে গিরি,
উমা আমার সেজে এলো।
কার্ত্তিকেয়, গণপতি,
কমলা আর সরস্বতী
সিংহ পৃষ্ঠে ভগবতী
মা মা বলে দাঁড়াইল।

তোমার আগমনী গাহিয়া ভিখারী আর আসে না। তাহাদের গানের বিনিময়ে গৃহস্থের ঘরে এক মুষ্টি চাউল পাইবার আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, বর্ত্তমান রেশন ও কনট্রোল ব্যবস্থায়। তবে বড় বড় সহরে তোমার আগমনের পূর্ব্বে তোমার মহাপূজার তামসিক আয়োজনে চাউল-ভিখারীর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে চাঁদা-শিকারীর দল। মুষ্টি-তণ্ডুলে তাহাদের তুষ্টি নাই। পূর্ব্বে এক পল্লীতে একখানি প্রতিমা হইত, এখন গলিতে গলিতে তোমার পূজার ব্যবস্থা করিয়া তোমাকেও পথে বসাইয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছে। ভিখারীর সুমিষ্ট আগমনী গানের পরিবর্ত্তে শিকারীরা সারা-দিনরাত্রি লাউড স্পীকার যোগে যা তা গান শুনাইয়া মরণাপন্ন রোগীর কথা দূরে থাক, প্রত্যেক সুস্থ মনুষ্যের কান ঝালাপালা করিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করতঃ সুস্থকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। মাগো! হিন্দুর বড় আনন্দের উৎসব আজ উৎপাতে পরিণত হইয়াছে। আমরা তবুও তোমাকেই বলি—

"সকলি তোমারি ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!
তোমার কার্য্য তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি।"

JANGIPUR SUB-DIVISIONAL SPORTS ASSO

Dwijapada Memorial Running Shield and

FIXTURE—1952.

1st Round	Date	2nd Round	Date	3rd Round	Date	Semi-Final	Date
Mithipur F.C. vs. Raghunathganj T.C.	7.10.52	Dumka B. S. C. vs. W	22.10.52	W vs. W	1.11.52	W vs. W	2.11.52
Dafarpur Dwijapada S. C. vs. Jangipur H.E. School	8.10.52	W vs. Sainthia Agrani Samaj	21.10.52				
Raghunathganj H.E. School vs. Public Servants' XI	9.10.52	Baluchar Sporting Club vs. W	19.10.52	W vs. W	30.10.52		
Gobindapur F.C. vs. Jangipur Town Club	12.10.52	W vs. K.D.F.C.	16.10.52				

FINAL—Date to be fixed latter on.

Semi-Final	Date	3RD
W vs. W	29.10.52	W vs W (26.10.52)
		W vs W (28.10.52)

N.B.—Kick off at 4 P.M.

Ground :—Jangipur H. E. School ground at Raghunathganj (Near Mackenzie Park)

Rly. Station :—Jangipur Road, E.R.

Date can not be changed unless otherwise required by the committee.

Pandit Press,—Raghunathganj.

পূজার অবকাশ

—:o:—

চিরন্তন প্রথানুসারে শারদীয়া মহাপূজা উ
দুই সপ্তাহের অবকাশ লইয়া থাকি। বর্ত্তমা
নিকট এক সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করিলাম
সপ্তাহের অবকাশ সময়ান্তরে গ্রহণ করিব।

CIATION

Cup Competition

ROUND	2ND ROUND	1ST ROUND
	25.10.52 Kandi Suhrid Sangha vs. W.	11.10.52 Jangipur College vs. Rajarampur H.E. School
	24.10.52 Y.M.A. Azimganj vs. A.K.B.K. Rly. Institute	
	15.10.52 Azimganj Rly. Institute vs. Nayansukh L.N.H.E. Schl	
	14.10.52 Barharwa Rly. Institute vs. Berhampur Police Club	

President—
S. K. GHOSE, I.A.S.
S.D.O., Jangipur.

Jt. Secretaries—
1. Prangopal Chatterjee.
2. Debiratan Nath.

পলক্ষে আমরা
ন পাঠকবর্গের
। বাকী এক

দৃঢ়ব্রত তরুণ চিকিৎসকের অধ্যবসায়

—০—

জঙ্গিপুরের ভূতপূর্ব্ব প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, আই-এস-সি পাশ করিয়া কোনও মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ না পাইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল হইতে এল-এম-এফ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই পাশের ফলে বেলগেছিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ পাইয়া এম-বি ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ট্রপিক্যাল স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ডি-টি-এম উপাধি লাভ করিয়া রঘুনাথগঞ্জে পৈতৃক বাস ভবনের একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পিতৃদেবের নামানুসারে "পঞ্চানন ক্লিনিক" নামক চিকিৎসা গৃহ স্থাপন করিয়া মনে মনে লণ্ডনে গিয়া আরও উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার বলবতী স্পৃহা লইয়া মাইক্রস্কোপ প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। মাত্র দেড় কি দুই বৎসরের মধ্যে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিলাত যাইবার খরচ এবং Gyn-e-Cology (গাইনে-কোলজি—স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ও স্ত্রী-যন্ত্রাদি বিষয়ক শাস্ত্র) এবং চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হইবার ব্যয় সঙ্কুলান হইবে এই অনুমান করতঃ বর্ত্তমান অর্থাগমের প্রলোভন, স্ত্রী-পুত্রাদির মমতা ও স্বজনগণের স্নেহবন্ধন উপেক্ষা করিয়া গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বিলাত গমনোদ্দেশে কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। বোম্বাই পৌঁছিয়া যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় আগামী ২রা অক্টোবর মার্শেলিশ বন্দরে তাঁহাদের জাহাজ পৌঁছিবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজকে সেই ঠিকানায় উড়ো জাহাজের ডাকে পত্র লিখিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" শ্রীমান্ গৌরীপতি তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সুফল প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করতঃ সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন—ভগবৎ সমীপে আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

হিজ মাষ্টার্স ভাইস্

কপাল গুণে গোপাল মিলে !

পেটের জ্বালায় চাকরী ! ছেলে আমার বাড়ী এলো। ২০০৲ টাকা পাওনার বদলে মুনিবের কাছে এক পুরাণো কলের গান নিয়ে। মুনিব যা রাখতে পারলে না, তুই তা রাখবি ! কাঙালের ঘোড়া রোগ !

পিকিউলিয়ার (PECULIAR—আজগুবি

দেশের মধ্য দিয়া

সিকিউলিয়ার SECULAR—ধর্ম্ম-সংস্রব-

বর্জ্জিত দেশে আগমনভঙ্গী

জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ

বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার উক্ত বিদ্যালয়ের ১৯৫২ অব্দের পুরস্কার বিতরণী সভায় মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ আই-এ-এস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্কুলের সম্পাদক শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। ছাত্রগণের আবৃত্তি ও সঙ্গীত বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক পুরস্কার বিতরিত হয়। সভায় উকীল শ্রীগঙ্গাধর সিংহ রায় ও শ্রীবরুণ রায় বক্তৃতা করেন। প্রবীণ উকীল শ্রীবিজপদ চট্টোপাধ্যায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শোক সংবাদ

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের পত্নীবিয়োগ

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ই জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক। গত বুধবার যখন তিনি স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিতেছিলেন, তখনই তাঁহাকে দেখিয়া বেশ অন্যমনস্ক ও চিন্তান্বিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ছাপার কাগজ পাঠ করিতে তাঁহার বাচন ভঙ্গীর ত্রুটি দেখিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন—এ রকম কেন হইল? কেহ কেহ মৌখিক অভিমত প্রকাশ করিয়া তদীয় স্বগোত্রীয় অন্য একজন কৃতবিদ্য অন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পঠন সাদৃশ্য উল্লেখ করিয়া ব্যঙ্গ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কে জানিত যে মুক্তি বাবু তাঁহার আদর্শচরিতা অর্দ্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী নমিতাকে অন্তিমশয্যায় শায়িতা রাখিয়া বিদ্যালয়ের সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদনের জন্য আসিয়াও চিত্ত-চাঞ্চল্য পরিহার করিতে পারেন নাই।

পরদিন মহালয়া—২রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে স্বজন পরিবেষ্টিতা হইয়া পতিপুত্রবতী সাধ্বী নমিতা তিন পুত্র ও চারি কন্যার মাতৃ-পদের যাবতীয় ভার পতির হস্তে অর্পণ করিয়া জগৎপতির নির্দ্দেশে তাঁহার সাধনোচিত সাবিত্রী-লোকে গমন করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দীপক পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে পুত্রের কর্ত্তব্য—মাতার ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সমাপন করিল। নমিতা সাতিশয় কোমলস্বভাবা ও সহৃদয়া ছিলেন। গৃহস্থ কুলবধূর সাধ্যে যতটুকু সম্ভব হইত প্রতিবেশিগণের দরদ দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। স্বামী ও সন্তানগণের জন্য কোনও সুখাদ্য প্রস্তুত করিলে তাহা বাড়ীর দাসদাসী ছাড়াও দোকান কর্ম্মচারীদের না দিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। মুক্তিপদ বাবুকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইলেও তাঁহার নিজের মাতৃ-বিয়োগের কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। বাল্যে মাতৃহীনের সন্তানগণ পিতৃভাগ্যের উত্তরাধিকারী হইল ইহাই মনে করিয়া চিত্ত স্থির করিতে বলি। আমরা মুক্তি বাবুর এবং মাতৃহীন সন্তানগণের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগতা আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করিতেছি।

বাটী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার নিকটে সদর রাস্তার উপর একখানি একতলা পোক্তা বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীশিবরাম সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মাথা ঠাণ্ডা রাখে—চুলের শ্রী বৃদ্ধি করে
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২
শাখা :—২৯ কলুটোলা স্ট্রীট

CJX 4

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৮শে অক্টোবর ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

২৯৮ খাং ডিঃ অন্নপূর্ণা দাসী দেং নেজুদ্দি সেখ দাবি ১৮৷৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ওষমানপুর ১৬ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০৲ খং ৫৭

২০৫ খাং ডিঃ বিবি বেদরা খাতুন দিং দেং থর্গেশ্বর বারিক দিং দাবি ৪৬৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামদেবপুর ৪০ শতকের কাত ৬।৵০ আঃ ২৫৲ খং ১৪৮ কোর্ফা স্বত্ব

৩৩৯ খাং ডিঃ উমানাথ সিংহ দেং মাখনচন্দ্র সরকার দিং দাবি ১৯।৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ধলো ৬৮ শতকের কাত ৩৷০ আঃ ১০৲ খং ১৭৯ রায়ত স্থিতিবান

৭৮ খাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং আশুতোষ দাস দিং দাবি ৫৪৬/৬ থানা সুতী মৌজে ভাবকী ৩-৪ শতকের কাত ৮৷৵০ আঃ ২০৲ খং ৪১৬।১৩৯০ রায়ত স্থিতিবান

২৯ মনি ডিঃ গোকুলচন্দ্র সরকার দেং হরি বর্ম্মা সোনার দাবি ৩৫৯৲ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ৵৷০ কাঠার কাত ১৷০ আঃ ১০০৲ মায় তদুপরিস্থিত ইটের ঘর ১খানি ২নং লাট থানা ঐ মৌজে অনুপনগর নূতন পরাণপাড়া ৵৩ কাঠার কাত ১৲ আঃ ১০০৲ মায় তদুপরিস্থিত ইটের প্রাচীরের ঘর ও খেড়ি ঘর ১

১০ মর্গেজ ডিঃ বলরাম সাহা দিং দেং রমাবতী দেবী দাবি ৪২০৷৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কৈয়র ৪৬৪ জমির কাত ৯।৵০ আঃ ২০০৲ ২নং লাট থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গনকর ৩৷০ বিঘা জমির কাত ১৪৷০ আঃ ১০০৲ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ২৷০ বিঘার সেস ১/১ আঃ ১০০৲

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত